33790 - ইমামরে সাথে মুক্তাদীর অবস্থাসমূহ

প্রশ্ন

আমরা কছিু মানুষকে নামাযে ইমামরে অনুসরণে বলিম্ব করতে দখেি। আবার কউে কউে ইমামরে আগে সজিদা বা রুকু করে ফলে। আমরা আশা করব, দয়া করে নামাযে ইমামরে আগে কোন আমল করা কংিবা ইমামরে অনুসরণে বলিম্ব করার হুকুম বর্ণনা করবনে; যাতে আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাদরেকে উপকৃত করনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

শাইখ ইবনে উছাইমীন আশ-শারহুল মুমতি' গ্রন্থে বলনে:

ইমামরে সাথে মুক্তাদীর চারটি অবস্থা:

১. ইমামরে আগে করা।

২. ইমাম থকেে পছিয়িে থাকা।

৩. ইমামরে সাথে সাথে করা।

৪. ইমামরে পরপর করা।

এক: ইমামরে আগে করা:

অর্থাৎ মুক্তাদী নামাযরে কোনো রুকনরে ক্ষত্রেে ইমামরে তুলনায় এগয়িে গয়িে করা। যমেন: ইমামরে আগে সজিদা দয়ো কংিবা সজিদা থকেে ওঠা কংিবা রুকু দয়ো কংিবা রুকু থকেে ওঠা। এমনটি করা হারাম। এর দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "তোমরা রুকু করো না যতক্ষণ না ইমাম রুকুতে যায়। তোমরা সজিদা করো না যতক্ষণ না ইমাম সজিদায় যায়।" আর নষিধোজ্ঞার মূল হুকুম হলো হারাম হওয়া। বরং কউে যদি বলে: এটি কবীরা গুনাহ তাহলে সটেি অত্যুক্তি হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি ইমামরে আগে মাথা তোলে তার কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরবির্তন করে দবিনে অথবা তার আকৃতকিে গাধার আকৃতি বানয়িে দবিনে!" এটি শাস্তরি হুমকি। আর শাস্তরি হুমকি দয়ো কবীরা গুনাহ হওয়ার আলামত।

যে ব্যক্তি নামাযরে কার্যাবলি ইমামরে আগে করে তার নামাযরে হুকুম:

যদি মুক্তাদী জনে-বুঝে স্মরণ থাকা অবস্থায় ইমামরে আগে কোনো আমল করে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর যদি না জনে কংিবা ভুলে গয়িে করে তাহলে তার নামায সঠকি হবে। তবে যদি ইমাম তাকে সংশ্লষ্টি আমলে পাওয়ার আগে তার ওজর দূর হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ফরিে যাওয়া ও ইমামরে আগে কৃত আমলটি ইমামরে অনুসরণে করা আবশ্যক হবে। যদি সে জনে ও স্মরণে থাকা সত্ত্বওে এমনটি না কর,ে তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। অন্যথায় বাতলি হবে না।

দুই: ইমাম থকেে পছিয়িে থাকা:

ইমামরে তুলনায় আমলে পছিয়িে থাকা দুই প্রকার:

১. ওজররে কারণে পছিয়িে থাকা।

২. ওজর ছাড়া পছিয়িে থাকা।

প্রথম প্রকার হলো: ওজররে কারণে পছিয়িে থাকা।

এমন ব্যক্তি যে অংশটুকুতে পছিয়িে ছলি সে অংশ সম্পন্ন করে ইমামরে অনুসরণ করব;ে এতে কোনো সমস্যা নইে। এমনকি যদি পূর্ণ এক বা দুই রুকনও হয়ে থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে যায় বা উদাসীন হয়ে পড়ে কংিবা ইমামরে আওয়াজ শুনতে না পায় এবং ইমাম এক বা দুই রুকন এগয়িে যায়, তাহলে সে যগেুলোতে পছিয়িে পড়ছে সগেুলো আদায় করে ইমামরে অনুসরণ করব।ে তবে যদি ইমাম সে যইে আমলে আছ সইে আমলে চলে আসে তাহলে সে পছিয়িে পড়া আমলগুলো না করে বরং ইমামরে সাথে থাকব।ে এভাবে ইমামরে দুই রাকাত থকেে তার এক রাকাত নামায শুদ্ধ হব;ে অর্থাৎ যে রাকাতে সে পছিয়িে পড়ছেলি সইে রাকাত এবং ইমাম যইে রাকাতে পৌঁছছে সইে রাকাত মলি।ে এর উদাহরণ হলো:

এক লোক ইমামরে সাথে নামায পড়ছ।ে ইমাম রুকু দয়িছে,ে রুকু থকেে উঠছে,ে সজিদা দয়িছে,ে বসছে,ে দ্বতিীয় সজিদা দয়িে আবার দাঁড়য়িছে,ে কন্তিু লোকটি কবেল দ্বতিীয় রাকাতে এসে ইমামরে তাকবীর ধ্বনি শুনতে পয়েছে।ে যমেন বদ্যিুৎ চলে যাওয়ার কারণে এমনটি হতে পার।ে আমরা ধরে নইি এটি জুমার নামাযে ঘটছে।ে সে ইমামরে সূরা ফাতহিার তলোওয়াত শুনতছেলি এর মধ্যে বদ্যিুত চলে যায়। ইমাম প্রথম রাকাত শষে করে দাঁড়য়িে গলে। এদকিে মুক্তাদী ভাবছে ইমাম প্রথম রাকাতরে রুকু এখনো দয়েনি। মুক্তাদী ইমামকে সূরা গাশয়িা পড়তে শুনল।

আমরা বলব: আপনি ইমামরে সাথইে থাকবনে। ইমামরে দ্বতিীয় রাকাত আপনার প্রথম রাকাতরে বাকি অংশ হসিবেে গণ্য হব।ে ইমাম যখন সালাম ফরিাবনে তখন আপনি দ্বতিীয় রাকাত সম্পন্ন করবনে। আলমেরা বলনে: এভাবে মুক্তাদীর এক রাকাত হবে যা ইমামরে দুই রাকাত দ্বারা গঠতি। কারণ সে ইমামকে প্রথম ও দ্বতিীয় উভয় রাকাতে অনুসরণ করছে।ে আর

যদি ইমাম তার স্থানে পৌঁছানোর আগে সে নিজেে পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারে তাহলে সে সেই আমলগুলো আদায় করে ইমামেরে অনুসরণ করবে। এর উদাহরণ হলো:

এক লোক ইমামেরে সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছে। ইমাম রুকু দিয়েছে কিন্তু সে শুনতে পায়নি। তারপর যখন ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলছে তখন সেটা শুনতে পেয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আমরা বলব: আপনি রুকু দিয়ে রুকু থেকে উঠুন এবং ইমামেরে অনুসরণ করুন। আপনি রাকাতটি পেয়েছেনে বলে গণ্য হবে। কারণ এখানে আপনি ওজরেরে কারণে পিছিয়ে পড়েছেনে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ওজর ছাড়া পিছিয়ে পড়া।

এটি হতে পারে কোন রুকনেরে মধ্যে পিছিয়ে পড়া কিংবা এক রুকন পিছিয়ে পড়া।

রুকনেরে মধ্যে পিছিয়ে পড়ার অর্থ হলো আপনি ইমামকে অনুসরণে পিছিয়ে পড়েছেনে, কিন্তু ইমাম যেই রুকনে চলে গেছেনে আপনি তাকে সেখানে গিয়ে ধরতে পারবনে। যেমন: ইমাম রুকু দিয়ে ফেলেছেনে, অথচ আপনার সূরা পড়ার এক বা দুই আয়াত বাকি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকলনে এবং সূরার বাকি অংশ শেষে করে তারপর রুকুতে গেলনে এবং ইমামকে রুকুতে পেলনে। এখানে রাকাতটি সঠিক হল। কিন্তু কাজটি সুন্নাহর খেলাফ। কারণ শরয়ি পদ্ধতি হলো ইমাম যখন রুকুতে পৌঁছে যাবনে তখনই আপনি রুকু শুরু করে দিবনে। আপনি পিছিয়ে থাকবনে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "ইমাম যখন রুকুতে যাবে তখন তোমরা রুকু করো।"

আর এক রুকন পিছিয়ে পড়া বলতে উদ্দেশ্য হলো: ইমাম আপনার এক রুকন সামনে চলে যাওয়া। অর্থাৎ আপনি রুকু করার আগে তিনি রুকু করে উঠে গেছেনে। ফকীহরা বলনে: যদি আপনি রুকুতে পিছিয়ে পড়নে তাহলে আপনার নামায বাতিল হয়ে যাবে, যেমনভাবে আপনি আগে রুকুতে গেলে আপনার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সিজিদায় যেতে বিলম্ব করনে, তাহলে ফকীহদেরে মতে আপনার নামায সঠিক হবে। কারণ এটি রুকু ছাড়া অন্য রুকনে পিছিয়ে পড়া।

তবে অগ্রগণ্য মত হচ্ছে: কোনো ওজর ছাড়া যদি কেউ এক রুকন পিছিয়ে যায় তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। হোক সেটা রুকু কিংবা রুকু ছাড়া অন্য কিছু। সুতরাং ইমাম যদি প্রথম সিজিদা থেকে মাথা তুলে আর মুক্তাদী সিজিদায় দোয়া করতে থাকে, তারপর ইমাম দ্বিতীয় সিজিদায় চলে যায় তাহলে মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ মুক্তাদী এক রুকন পিছিয়ে পড়েছে। যদি ইমাম তার থেকে এক রুকন এগিয়ে যায় তাহলে অনুসরণ কোথায় হলো?

তিনি: ইমামেরে সাথে সাথে করা:

সাথে সাথে করা কথার ক্ষেত্রেে বা কাজেরে ক্ষেত্রেে হতে পারে। তাই সাথে সাথে করা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: নামাযেরে কথাগুলো ইমামেরে সাথে সাথে করা। শুধু তাকবীরে তাহরীমা ও সালামেরে ক্ষেত্রের ছাড়া অন্য কোনো

কথা ইমামরে সাথে সাথে করলে নামাযরে ক্ষতি হবে না।

তাকবীরে তাহরীমা: ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলা শষে করার আগে যদি আপনি তাকবীরে তাহরীমা বলনে তাহলে আপনার নামায হবে না। ইমাম তাকবীরে তাহরীমা পুরোপুরি সমাপ্ত করার পরই কবেল আপনি তাকবীরে তাহরীমা বলবনে।

আর সালামরে ক্ষত্রেে সাথে সাথে করার ব্যাপারে আলমেরা বলনে: ইমামরে সাথে সাথে প্রথম ও দ্বতিীয় সালাম ফরোনো মাকরূহ। তবে যদি ইমাম প্রথম সালাম ফরোনোর পরে আপনি প্রথম সালাম ফরোন এবং ইমাম দ্বতিীয় সালাম ফরোনোর পরে আপনি দ্বতিীয় সালাম ফরোন, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নইে। কন্িতু উত্তম হলো ইমাম দুই সালাম ফরোনোর পরইে কবেল আপনি সালাম ফরোবনে।

আর বাকি কথাগুলো ইমামরে সাথে একত্রে করা কংিবা আগে অথবা পরে করার মাঝে কোনো সমস্যা নইে। যদি ধরে নওেয়া হয় যে আপনি ইমামকে তাশাহ্হুদ পড়তে শুনলনে, আপনি তাশাহ্হুদ পড়তে গয়িে তাকে ছাড়য়িে গলেনে, এতে কোনো ক্ষতি নইে। কারণ তাকবীরে তাহরীমা আর সালাম ছাড়া অন্য কছিু আগে করে ফলেলে এর কোনো নতেবিাচক প্রভাব নইে এবং ক্ষতি হবে না। অনুরূপভাবে যদি আপনি যোহররে নামাযে সূরা ফাতহিা পড়ার ক্ষত্রেে ‘ওয়ালাদ্দাল্লীন’ পড়নে আর তনিি ‘ইয়্যাকা না’বূদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন’ পড়নে, তাহলওে সমস্যা নইে। কারণ ইমামরে জন্য কখনো কখনো যোহর ও আসররে নামাযে মুক্তাদীকে শুনয়িে শুনয়িে তলোওয়াত করা শরয়িতসম্মত; যমেনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো করতনে।

দ্বতিীয় প্রকার: নামাযরে কাজগুলো ইমামরে সাথে সাথে করা করা। এটি মাকরূহ।

এ প্রকাররে উদাহরণত হলো: যখন ইমাম রুকুর জন্য আল্লাহু আকবার বলে মাথা নোয়ানো শুরু করবে তখন আপনি ও ইমাম একসাথে মাথা নোয়ালনে। এটি মাকরূহ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “ইমাম যখন রুকুতে যাবে তখন তোমরা রুকু করবে। ইমাম রুকুতে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকু করবে না।”

সজিদার ক্ষত্রেে ইমাম যখন সজিদার জন্য তাকবীর দলি তখন আপনওি সজিদা দলিনে এবং আপনি ও ইমাম একসাথে জমনিে মাথা রাখলনে। এটাও মাকরূহ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নষিধে করছেনে। তনিি বলছেনে: “ইমাম সজিদায় না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সজিদা করো না।”

চার: ইমামরে পরপর করা:

পরপর করাই সুন্নাহ। এর অর্থ হলো: ইমাম নামাযরে কাজ শুরু করার সাথে সাথে মুক্তাদী নামাযরে কাজ শুরু করা। কন্িতু সাথে সাথে নয়।

উদাহরণস্বরূপ: ইমাম রুকুতে যাওয়ার পরপর আপনি রুকুতে যাবনে, যদওি আপনি মুস্তাহাব ক্বরিাত শষে করনেনি, যদওি আপনার এক আয়াত পড়া বাকি রয়ে গছে। কারণ এটি পূর্ণ করতে গলেে আপনি পছিয়িে পড়বনে। এমতাবস্থায় আপনি আয়াতটি পূর্ণ করবনে না।

সজিদার ক্ষত্রেে: ইমাম সজিদা থকেে উঠে গলেে আপনি ইমামরে অনুসরণে উঠে যাবনে। সজিদায় থকেে আল্লাহর কাছে দোয়া করার চয়েে ইমামরে অনুসরণ করা উত্তম। কারণ আপনার নামায ইমামরে সাথে সম্পৃক্ত এবং আপনি এখন আপনার ইমামরে অনুসরণ করতে আদষ্টি।"[ঈষৎ পরবির্ততি ও সমাপ্ত][দখেুন: আশ-শারহুল মুমতি (৪/২৭৫)]

ইমাম কোনো রুকনে পৌঁছে যাওয়ার আগে মুক্তাদী সইে রুকন শুরু করবনে না। ইমাম মাটতিে তার কপাল রাখার আগে মুক্তাদী তার পঠি ঝোঁকানো শুরু করবে না।

আল-বারা ইবনে আযবি রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাময়িাল্লাহু লমিান হামদিাহ' বলতনে তখনও আমাদরে কউে পঠি ঝোঁকাত না যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজিদায় লুটয়িে পড়তনে। তারপরে আমরা সজিদায় লুটয়িে পড়তাম।"[সহহি বুখারী (৬৯০) ও সহহি মুসলমি (৪৭৪)]